আদি-লীলা।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ ভবেৎ ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মুখ্যশাখার নামবিবরণ ॥ ২

চৈতন্যগোসাঞিঁর যত পারিষদচয়।
গুরু লঘু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥ ৩

যতযত মহান্ত—কৈল তাঁ-সভার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু-ক্রম ॥ ৪

অতএব তাঁ সভারে করি নমস্কার।
নাম মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যঃ নমোনমঃ। কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ যেষাং আশ্রয়াৎ শ্বাপি কুক্কুরোঽপি তদ্‌গন্ধভাক্‌ শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজগন্ধভাক্‌ ভবেৎ ।১।।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো।।১। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যের চরণ-কমলের মধুপগণকে) নমোনমঃ (নমস্কার, নমস্কার)—যেষাং (যাঁহাদের) কথঞ্চিৎ (কোনওরূপ) আশ্রয়াৎ (আশ্রয় হইতে) শ্বাপি (কুক্কুরও) তদ্‌গন্ধভাক্‌ (সেই গন্ধভাগী) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের যে কোনও প্রকার আশ্রয়-প্রভাবে কুক্কুরও শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলের গন্ধযুক্ত হয়, সেই শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলের মধুকরগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।১।

শ্রীচৈতন্য-পদাম্ভোজ-মধুপেভ্যঃ—শ্রীচৈতন্যের চরণরূপ যে অম্ভোজ বা পদ্ম, তাহার মধুপ বা ভ্রমর। শ্রীচৈতন্যের চরণকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা চরণের সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ, স্নিগ্ধত্ব এবং পবিত্রতা সূচিত হইতেছে। সেই চরণ-সম্বন্ধে মধুপ বা ভ্রমর—সেই চরণের মধু পান করেন যাঁহারা অর্থাৎ সেই চরণ-সেবার আনন্দ উপভোগ করেন যাঁহারা, সেই ভক্তগণকে **নমো নমঃ**—পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। যে কোনও প্রকারে এই ভক্তগণের চরণ আশ্রয় করিলেই—অন্যের কথা ত দূরে, **শ্বাপি**—কুক্কুরও—**তদ্‌গন্ধভাক্‌**—সেই গন্ধভাগী, শ্রীচৈতন্যের চরণ-কমলের গন্ধভাগী অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের চরণ-সেবার অধিকারী হইতে পারে।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের মুখ্য মুখ্য শাখা সমূহের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

২। **এই মালীর**—শ্রীচৈতন্যপ্রভুর। **এই বৃক্ষের**—এই প্রেমকল্প-বৃক্ষের। **অকথ্য কথন**—যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। **মুখ্য শাখার**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রধান প্রধান পার্ষদগণের।

৩-৫। **গুরু-লঘু-ভাব** ইত্যাদি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা নির্ণয় করা যায় না; সুতরাং লঘুগুরু ক্রম না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিব। যাঁহার নাম আগে লেখা হইবে, তিনি বড়, আর যাঁহার নাম পরে লেখা হইবে তিনি ছোট—এরূপ নহে। সকলেই সমান, কেবল নাম মাত্র অগ্র পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

তথাহি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ২

শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুইভাই দুই-শাখা জগতে বিদিত ॥ ৬
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারিভাইর দাসদাসী গৃহপরিকর ॥ ৭
দুইশাখার উপশাখায় তাঁ-সভার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮
চারিভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ৯
আচার্য্যরত্ন নাম ধরে এক বড়শাখা।
তাঁর পরিকর—তাঁর শাখা-উপশাখা ॥ ১০
আচার্য্যরত্নের নাম—শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১২
বড়শাখা গদাধর পণ্ডিতগোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা—তাঁর সম কেহো নাঞি ॥১৩
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখার লেখা ॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব প্রেমামরতরুঃ প্রেমকল্পবৃক্ষঃ তস্য শাখারূপান্ প্রিয়ান্ ভক্তগণান্ বন্দে; কিম্ভূতান্? কৃষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্।২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেম-কল্পতরুর) শাখারূপান্ (শাখা-রূপ) কৃষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্ (কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা) প্রিয়ান্ (প্রিয়) ভক্তগণান্ (ভক্তগণকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমফলদাতা প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।২।

৬-৮। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত এই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যশাখা—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দুইজন মুখ্য পার্ষদ। এই দুইজনের সহোদর শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এবং তাঁহাদের দাসদাসীগণ উক্ত দুই শাখার উপশাখা-স্থানীয়। ইঁহারা শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিতের অনুগত। ইঁহারা পূর্ব্বে হালিসহরের নিকটে কুমারহট্টে বাস করিতেন; শ্রীঅদ্বৈতের আজ্ঞায় ইঁহারা নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। শ্রীনবদ্বীপে ইঁহাদের অঙ্গনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেন। ৬-৯ পয়ারে শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিতের শাখার বর্ণনা।

১০-১১। আচার্য্যরত্ন—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। ইঁহার গৃহে এক সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদগণ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু প্রথমে রুক্মিণীবেশে সভামধ্যে আসিয়া রুক্মিণী-বিবাহের অভিনয় করেন এবং পরে আদ্যাশক্তিবেশে (দেবীভাবে) নৃত্য ও মাতৃভাবে সকলকে স্তন্যদান করিয়াছিলেন।

এই দুই পয়ারে আচার্য্যরত্ন-শাখার বর্ণনা।

১২-১৪। এই তিন পয়ারে পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিরূপ শাখার বর্ণনা। শ্রীপাদ পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধির জন্মস্থান চট্টগ্রামে; বিদ্যানিধি তাঁহার উপাধি। নবদ্বীপেও তাঁহার একটী বাড়ী ছিল। গঙ্গার প্রতি তাঁহার এরূপ ভক্তি ছিল যে, পাদস্পর্শভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন না। গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী ইঁহার মন্ত্রশিষ্য। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহিত মিলনের পূর্ব্বেই মহাপ্রভু ইঁহার নাম করিয়া একদিন ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি বৃষভানুরাজ ছিলেন। (গৌরগণোদ্দেশ। ৫৪।)

তেঁহো লক্ষ্মীরূপা—তিনি (গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামী) সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাস্বরূপা। ১।১।২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশপ্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৫
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে— ॥ ১৬
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচোঁ, তবে মোর সুখ ॥ ১৭
প্রভু বোলে—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা ॥ ১৮
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো—সত্যভামার স্বরূপ ॥ ১৯
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২০
দুইজনে খটমটী লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫-১৬। ১৫-১৮ পয়ারে বক্রেশ্বর-পণ্ডিতরূপ শাখার বর্ণনা। দ্বাপর-লীলায় বক্রেশ্বর-পণ্ডিত ছিলেন চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ। গৌরগণোদ্দেশ। ৭১। ইনি কৃষ্ণাবেশজনিত নৃত্যদ্বারা প্রভুর সুখসম্পাদন করিতেন। ইনি এক সময়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর (তিন দিন) পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন। ইনি যখন নৃত্য করিতেন, স্বয়ং মহাপ্রভুও তখন গান করিতেন। বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের প্রেমাবেশজনিত নৃত্যে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইত; এই আনন্দের প্রেরণাতেই প্রভুও তাঁহার নৃত্যে গান করিতেন।

১৭। গন্ধর্ব্ব—স্বর্গের গায়ক দেবতা-বিশেষ; ইঁহারা নৃত্যগীতে অত্যন্ত পটু। **চন্দ্রমুখ**—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ যাঁহার; এস্থলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বক্রেশ্বর-পণ্ডিত চন্দ্রমুখ বলিয়াছেন। চন্দ্রমুখ-শব্দের ধ্বনি বোধ হয় এই যে, লীলাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর বদনের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের প্রেম এবং তজ্জনিত নৃত্য-বাসনা এতই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, দু'একজনের গীতের সঙ্গে তিনি যে পরিমাণ নৃত্য করিতে পারেন, তাহাতে যেন তাঁহার নৃত্যবাসনা তৃপ্ত হইতেছিল না; তাই তিনি মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রভো! তুমি যদি আমাকে দশ হাজার গন্ধর্ব্ব যোগাড় করিয়া দিতে পার, আর যদি সেই দশ হাজার গন্ধর্ব্ব গান করে, আর আমি নৃত্য করি, তাহা হইলেই আমার সুখ হইতে পারে।" প্রভুর আনন্দবর্দ্ধক বলিয়াই বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের নৃত্যবাসনা।

১৮। পক্ষ এক শাখা—তুমি আমার একটী শাখা হইলেও আমার একটী পাখার সদৃশ। দুইটী পাখা হইলে পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পারা যায়। প্রভু বলিলেন—"বক্রেশ্বর! তুমি আমার একটী পাখার তুল্য; তোমার ন্যায় আর একটী পাখা পাইলে আমি আকাশে উড়িতে পারিতাম।" প্রেমবিতরণে বক্রেশ্বর-পণ্ডিত যে প্রভুর এক প্রধান সহায়, তাহাই সূচিত হইল।

"আকাশে উড়িতাম" বাক্যের ধ্বনি এই যে,—"বক্রেশ্বর, তোমার মত আর একজন প্রেমিক ভক্ত পাইলে, কেবল এই মর্ত্ত্যলোকে নয়, অন্যান্য লোকেও আমি প্রেমবিতরণ করিতে পারিতাম।" ইহাদ্বারা চতুর্দ্দশ-ভুবনে প্রেম-বিতরণের আগ্রহই প্রভুর সূচিত হইতেছে, প্রেম-বিষয়ে অন্য ভক্তদের খর্ব্বতার ইঙ্গিত প্রভুর উদ্দেশ্য নহে।

১৯-২০। ১৯-২১ পয়ারে জগদানন্দরূপ শাখার বর্ণনা। দ্বাপর-লীলায় পণ্ডিত জগদানন্দ ছিলেন সত্যভামা। প্রভুর প্রতি প্রীতিবশতঃ ইনি প্রভুকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করিতেন (নীলাচলে); কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়া এবং লোকনিন্দা হইবে বলিয়া প্রভু তাঁহার কথা মানিতেন না।

বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে—বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং লোক-নিন্দার ভয়ে। স্বরূপতঃ প্রভুর এই জাতীয় ভয়ের কোনও কারণ না থাকিলেও লোক-শিক্ষার—কিরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার-উদ্দেশ্যেই প্রভু শ্রীপাদ জগদানন্দের অভিপ্রায়ানুরূপ সেবাদি অঙ্গীকার করেন নাই।

২১। দুই জনে—প্রভু ও জগদানন্দ। **খটমটী**—সামান্য কথায়। **কোন্দল**—কলহ, ঝগড়া; প্রেম-

রাঘবপণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥ ২২
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ ২৩
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া ॥ ২৪
বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৫
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৬
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥ ২৭
চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে বোলে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৮
দামোদর-পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ২৯
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাল্য নদীয়া ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোন্দল। **আগে**—পরে; অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে; এই পরিচ্ছেদে জগদানন্দের সহিত প্রভুর প্রেমকোন্দলের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

২২-২৩। ২২-২৬ পয়ারে রাঘব-পণ্ডিতরূপ শাখার বর্ণনা। **রাঘব-পণ্ডিতের** নিবাস ছিল পাণিহাটিতে। ইনি দ্বাপরলীলায় ছিলেন ধনিষ্ঠা সখী। **মকরধ্বজকর** ছিলেন দ্বাপর-লীলায় চন্দ্রমুখ নট। **দময়ন্তী**—রাঘব-পণ্ডিতের ভগিনী; ইনি দ্বাপরের গুণমালা সখী। **বারমাসী**—বৎসরের বার মাসের যে যে মাসে যে যে জিনিস খাওয়ার জন্য পাওয়া যায় বা প্রস্তুত করা যায়, তৎসমস্ত। **ঝালি**—পেটরা। **গুপত**—গুপ্ত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল; তিনি মহাপ্রভুকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রব্য খাওয়াইতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; বৎসরে যে যে মাসে যে যে দ্রব্য আহারাদির জন্য ব্যবহার করা যায়, তিনি অতি যত্নের সহিত সে সমস্ত দ্রব্য তৈয়ার করিতেন; এবং সমস্ত দ্রব্য একটা ঝালিতে ভরিয়া—রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুকে দর্শন করার নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে—সেই ঝালি রাঘব-পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে প্রভুর জন্য নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও সে সমস্ত প্রীতির দ্রব্য রাখিয়া দিতেন এবং সারা বৎসর ধরিয়া, যখনকার যে দ্রব্য, তাহা আস্বাদন করিতেন। অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে এই লীলাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

২৭। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতরূপ শাখার পরিচয় দিতেছেন। গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভু বাল্যকালে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের বিদ্যানগরে ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি বশিষ্ঠ মুনির প্রকাশ-বিশেষ।

২৮। পুরন্দর-আচার্য্যকে মহাপ্রভু "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

২৯-৩০। দামোদর পণ্ডিত—ব্রজলীলার শৈব্যা। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাকিতেন। নীলাচলে মহাপ্রভু একটী বিধবা ব্রাহ্মণীর বালক-পুত্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এজন্য দামোদর-পণ্ডিত অভিভাবকের ন্যায় প্রভুকে উপদেশ দিয়া ঐরূপ স্নেহ করিতে নিষেধ করেন। অন্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এই ঘটনার পরে প্রভু তাঁহাকে নিরপেক্ষ অভিভাবক মনে করিয়া নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে পাঠাইয়া দেন।

বাক্যদণ্ড—বাক্যদ্বারা শাসন। **দণ্ডে তুষ্ট**—প্রভুর নিজের প্রতি দামোদরের শাসনে তুষ্ট হইয়া। প্রভুর প্রতি দামোদরের অত্যন্ত-প্রীতি ছিল; এই প্রীতির বশেই—পাছে কেহ প্রভুর নিন্দা করে, ইহা ভাবিয়া—তিনি প্রভুকেও বাক্যদ্বারা শাসন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; এই শাসনে প্রভুর প্রতি তাঁহার যে প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই প্রভু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আর স্বয়ং প্রভুকে যিনি শাসন করিতে পারেন, তাঁহার নিরপেক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে নদীয়ায় পাঠাইলেন।

তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত।
প্রভুর 'পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত॥ ৩১
সদাশিবপণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥ ৩২
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি॥ ৩৩
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর॥ ৩৪
শ্রীমান্-পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥ ৩৫
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যার অন্ন মাগি কাঢ়ি খাইলা ভগবান্॥ ৩৬
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুইপ্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১। **তাঁহার অনুজ**—দামোদর-পণ্ডিতের ছোট ভাই। **শঙ্কর পণ্ডিত**—দামোদর-পণ্ডিতের ছোট ভাই; ইনি ব্রজের ভদ্রা। নীলাচলে গম্ভীরায় ইনি প্রভুর পদসেবা করিতেন। রাত্রিতে পদসেবা করিতে করিতে ইনি প্রভুর পদতলেই শুইয়া পড়িতেন এবং প্রভুও পা-বালিশের উপরে লোক যেমন পা রাখে, তদ্রূপ—তাঁহার উপরে পা রাখিয়া ঘুমাইতেন। এজন্য সকলে তাঁহাকে প্রভুর "পাদোপাধান" বলিত। **পাদোপাধান**—পা-বালিশ; উপাধান অর্থ বালিশ।

৩২। **প্রথমেই**—নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমেই। "সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যার ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥ চৈঃ ভাঃ অন্ত্য। ৯ম অঃ॥"

৩৩। প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহ-দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া প্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ।

৩৫। **দেউটী**—মশাল। চন্দ্রশেখর-আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু যখন শ্রীমন্নিত্যানন্দের হাতে ধরিয়া মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভুর সম্মুখ ভাগে মশাল ধরিয়াছিলেন।

৩৬। **শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী**—নবদ্বীপে থাকিতেন; ইনি ছিলেন অত্যন্ত বিরক্ত বৈষ্ণব; ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে ইনি ভিক্ষার ঝোলা কাঁধে করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল মুষ্টি মুষ্টি লইয়া খাইয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আবার একদিন প্রভু কৃপা করিয়া শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারীর নিকটে অন্ন যাচ্ঞা করিলেন; প্রভুর আদেশে ভক্তগণের উপদেশ মত তিনি তণ্ডুল সহিত গর্ভথোড় দিয়া দৈন্যবশতঃ নিজে স্পর্শ না করিয়া অন্ন পাক করিলেন; প্রভুও শ্রীনিত্যানন্দাদি সহ স্নান করিয়া আসিয়া স্বহস্তে অন্ন লইয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭। **দুই প্রভুর**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনে থাকিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে; তখন তিনি নবদ্বীপে আসিলেন, আসিয়া প্রথমেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে গেলেন; সপার্ষদ মহাপ্রভু সেই স্থানে যাইয়া শ্রীনিতাইচাঁদের সহিত মিলিত হইলেন (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু একদিন শ্রীপাদ অদ্বৈত-আচার্য্যের প্রতি প্রেমকোপে ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; শ্রীনিতাই ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলে, সমস্ত কথা গোপন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আদেশ দিয়া প্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুক্কাইয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে অবশ্য সকলের সহিত আবার মিলিত হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ)।

এই পয়ারে "দুই প্রভু" বলিতে হয়তো মহাপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভুকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও

শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্যগোসাঞিঃ ॥ ৩৮
বাসুদেবদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৩৯
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৪০
হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪১
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্যগোসাঞিঃ যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

একবার নন্দন-আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়াছিলেন। ঘটনাটী এই। শ্রীমন্নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আসার পরে একদিন মহাপ্রভু রামাঞি-পণ্ডিতকে বলিলেন—"রামাই! তুমি শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈত-আচার্য্যকে বল যে, তিনি যাঁহার জন্য এত ক্রন্দন করিয়াছেন, এত উপবাস করিয়াছেন, গঙ্গাজল-তুলসী দিয়া এত আরাধনা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমি; তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; তাঁহাকে বলিবে, তিনি যেন আমার পূজার সজ্জা লইয়া সস্ত্রীক আসিয়া আমার পূজা করেন; আর, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে বলিবে।" প্রভুর আদেশ পাইয়া রামাই-পণ্ডিত শান্তিপুরে যাইয়া আচার্য্যের নিকটে সমস্ত নিবেদন করিলেন। প্রভুর উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আচার্য্যের নিজের কোনওরূপ সন্দেহ না থাকিলেও জনসাধারণের বিশ্বাসের নিমিত্ত প্রভুকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আচার্য্য সঙ্কল্প করিলেন—তিনি প্রভুর আদেশ মত পূজার সজ্জা লইয়া সস্ত্রীকই নবদ্বীপ যাইবেন সত্য; কিন্তু প্রথমেই প্রভুর সাক্ষাতে যাইবেন না। তিনি নন্দন-আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিবেন; প্রভু যদি তাঁহার লুকাইয়া থাকার কথা বলিতে পারেন এবং তাঁহাকে কোন ঐশ্বর্য্য দেখান ও তাঁহার মস্তকে চরণ তুলিয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে—প্রভু বস্তুতঃই তাঁহার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার গৃহিণীকে পূজার সজ্জা যোগাড় করিতে বলিলেন এবং সজ্জা লইয়া সস্ত্রীক নবদ্বীপে নন্দন-আচার্য্যের গৃহে আসিয়া রামাইকে বলিলেন—"তুমি প্রভুর নিকটে যাইয়া বল যে আচার্য্য আসিলেন না; আর সকল কথা গোপনে রাখিও।" অন্তর্য্যামী প্রভু রামাই-পণ্ডিতের মুখে আচার্য্যের না-আসার কথা শুনিয়াও বলিলেন—"হাঁ, আচার্য্য আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহেন; যাও রামাই, নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" রামাই পুনরায় যাইয়া তাঁহাকে বলিতেই তিনি সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

৩৮। **সমাধ্যায়ী**—সহপাঠী; যাহারা এক সঙ্গে পড়ে। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও মহাপ্রভু এক সঙ্গে পড়িতেন। মুকুন্দ দত্ত ছিলেন বৈদ্য, বাড়ী শ্রীহট্টে।

৪০। বাসুদেব দত্ত এক সময়ে মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"প্রভু, কৃপা করিয়া ইহাই কর—যেন, জগতে যত জীব আছে, তাহাদের সকলের পাপ বহন করিয়া তাহাদের হইয়া আমি নরকে যাই, আর তাহারা সকলে মুক্ত হইয়া যায়।" মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে ১৫৮-১৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪১। **অপতিত**—নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া। হরিদাস-ঠাকুরের নিয়ম ছিল—তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিবেন; তাঁহার এই নিয়ম এক দিনের জন্যও ভঙ্গ হয় নাই।

৪২। **দিঙ্মাত্র**—অতি সংক্ষেপে। **শ্রাদ্ধপাত্র**—শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন। শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু হরিদাস-ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তির প্রভাবে তিনি সজ্জন-মণ্ডলীর নিকটে এতই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহাতে অদ্বৈত-প্রভুর কুটুম্ব নিমন্ত্রিত-ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিজেদিগকে অপমানিত মনে করিয়া সেই দিন তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন না; কাজেই অদ্বৈত-প্রভুও সেই দিন সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন।

প্রহ্লাদসমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৩
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে, তাঁর দেহ লৈয়া কোলে।
নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৪
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৫
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ আদি তার কৃপার ভাজন ॥ ৪৬
শ্রীমুরারিগুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ॥ ৪৮
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরদিন অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তাঁহারা সিধা লইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সকলকে সিধা দেওয়া হইল। দৈবচক্রে সেই দিন খুব বৃষ্টি হইল, তাহার ফলে সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। সেই গ্রামে কি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কোথাও ব্রাহ্মণগণ আগুন পাইলেন না। আগুনের অভাবে তাঁহাদের পাক করাও হইলনা। এদিকে ক্ষুধায়ও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের প্রভাবেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে; তাঁহারা পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে আসিয়া পূর্ব্বদিনের বাসী অন্ন খাইতেই স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া শ্রীল হরিদাসের গোঁফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; সেস্থানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র হরিদাসের নিকটেই একটী মৃৎপাত্রে আগুন রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের অসামান্য মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন (বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলশাস্ত্র)।

৪৩। প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র; কিন্তু প্রহ্লাদ ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত; কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করার নিমিত্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য না করায় তিনি পিতা হইয়াও পুত্র প্রহ্লাদকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন—অগ্নিকুণ্ডে, হস্তি-পদতলে, বিষধর-সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই; কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করেন নাই। হরিদাস-ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও হিন্দুর ন্যায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া যবনগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; যবন কাজি অনেক বলিয়া-কহিয়াও তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিয়া আদেশ দিলেন—"বাইশ বাজারে নিয়া ইহাকে বেত্রাঘাত কর।" কাজির আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি হরিদাসের নামে-নিষ্ঠা বিচলিত হয় নাই (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১১শ অধ্যায়)। প্রহ্লাদের ন্যায় নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচারেও হরিদাসের নিষ্ঠা অবিচলিত ছিল বলিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের সমান বলা হইয়াছে।

৪৪-৪৫। **তেঁহো**—হরিদাস ঠাকুর। **সিদ্ধি পাইলে**—দেহ রক্ষা করিলে। হরিদাস-ঠাকুরের মহানির্য্যানের পরে স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, পার্ষদগণকে লইয়া সমুদ্রতীরে তাঁহার দেহকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোভাব-উৎসবের নিমিত্ত স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন (অন্ত্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। হরিদাস-ঠাকুরের অন্যান্য লীলা অন্ত্যের ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৬। **কুলীনগ্রামী**—কুলীনগ্রামবাসী। **সত্যরাজ**—সত্যরাজ-খান-নামক শ্রীচৈতন্যপার্ষদ। হরিদাস-ঠাকুর কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন বলিয়া সত্যরাজ-খান প্রভৃতি কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৪৭-৪৯। **শ্রীমুরারি গুপ্ত**—ইনি নবদ্বীপে বাস করিতেন; খুব পণ্ডিত লোক; চিকিৎসা-ব্যবসায়ী; জাতিতে বৈদ্য। মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই তিনি ভজন করিতেন। ইঁহারই লিখিত সংস্কৃত

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবকপ্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৫০
শ্রীগদাধরদাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫১
শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু স্থানে যাইতে সভে লয়েন যার সঙ্গ ॥ ৫২
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৩
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে—
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতচরিতামৃতম্"-নামক গ্রন্থ সাধারণ্যে "মুরারি গুপ্তের কড়চা" বলিয়া বিখ্যাত। **প্রতিগ্রহ**—অন্যের দান-গ্রহণ। **আত্মবৃত্তি**—জাতীয় ব্যবসায়; কবিরাজী। **কুটুম্ব ভরণ**—আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ। **দেহ-রোগ**—ব্যারাম। **ভব-রোগ**—সংসারবন্ধন। মুরারি গুপ্ত কৃপা করিয়া যাহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাহার রোগও সারিয়া যাইত, সংসারবন্ধনও ঘুচিয়া যাইত।

৫১। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু—এই উভয়ের শাখাতেই শ্রীগদাধরদাসের গণনা। ইনি প্রায় সর্ব্বদাই গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ইঁহার গ্রামের যবনকাজী কীর্ত্তনের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন। প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া গদাধর-দাস একদিন রাত্রিকালে "হরি হরি"-ধ্বনি করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি বলিলেন—"আরে! কাজী-বেটা কোথা! ঝাট কৃষ্ণ বোল, নহে ছিণ্ডো এই মাথা॥" শুনিয়া "অগ্নিহেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির। গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈল স্থির॥" তখন কাজী তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় সকলের মুখেই হরি হরি ধ্বনি শুনা যাইতেছে; বাকী কেবল তুমি। তোমাকে হরিনাম বলাইবার নিমিত্তই আমি আসিয়াছি; কাজী, তুমি হরি হরি বল; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।" তখন "হাসি বোলে কাজী শুন গদাধর। কালি বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর॥" আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গদাধর বলিলেন—"আর কালি কেন? এখনই তো তুমি নিজ মুখে "হরি" বলিলে; ইহাতেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে।" ইহা বলিয়াই "পরম উন্মাদ গদাধর। হাথে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥" ইহার পরেই তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। কাজীও তদবধি হিংসা-বিদ্বেষ সমস্ত ত্যাগ করিলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়)।

৫২-৫৩। রথযাত্রার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন শিবানন্দ সেনের সঙ্গেই সকলেই যাইতেন; তিনি পথের সন্ধান জানিতেন; তিনিই সকলের ব্যয় বহন করিতেন ও ঘাটি সমাধান করিতেন।

প্রভুর গণ—মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ের ভক্তগণ। **পালন করিয়া**—ভরণপোষণ, তত্ত্বাবধানাদি করিয়া।

৫৪। **সাক্ষাৎ**—সকলের দৃশ্যমান্ প্রকটরূপ। **আবেশ**—কখনও কখনও কোনও শুদ্ধচিত্ত-ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের শক্তি-বিশেষাদি সংক্রামিত হয়; তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, গ্রহগ্রস্ত বা ভূতে পাওয়া লোকের ন্যায় নিজের স্বাভাবিক শক্তি-আদি হারাইয়া আবিষ্ট-শক্তির প্রেরণাতেই পরিচালিত হইতে থাকেন—তখন তাঁহার অলৌকিক রূপ, অলৌকিক আচরণ প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় সেই ভক্তে "ভগবানের আবেশ" হইয়াছে বলা হয়। **আবির্ভাব**—ভগবান্ কখনও কখনও কোনও ভক্তবিশেষের প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন; তখন তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, অপর কেহ তাঁহার নিকটে থাকিলেও দেখিতে পায় না। এইভাবে যে আত্মপ্রকট, তাহাকে ভগবানের আবির্ভাব বলে। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিনরূপে ভগবান্ ভক্তগণকে কৃপা করেন। পরবর্ত্তী তিন পয়ারে এই তিনরূপে কৃপার প্রকার বলা হইয়াছে। অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুলব্রহ্মচারিদেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৫
'প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥ ৫৬
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৭
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥ ৫৮
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি চৈতন্যের অনুচর ॥ ৫৯
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬০
শ্রীবল্লবসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দদত্ত ॥ ৬২
শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৬৩
'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। **সাক্ষাতে**—সর্ব্বসাধারণের পরিদৃশ্যমান্ প্রকটরূপে। **নির্ব্বিশেষ**—কোনওরূপ বিশেষত্ব-হীনভাবে; সমান ভাবে। সাক্ষাদ্রূপ যখন প্রকটিত হন, তখন সকল ভক্তই সমানভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায়; কেহ দেখিল কেহ দেখিল না, কেহ কেহ কোন অংশ দেখিল, কেহ কোনও অংশ দেখিল না—সাক্ষাৎরূপের প্রকটকালে এরূপ হয় না। কেবল প্রকট-লীলাতেই এই সাক্ষাৎরূপের দর্শন সম্ভব। মহাপ্রভুর প্রকট-লীলাকালে সকলেই তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছে। **নকুল ব্রহ্মচারী** ইত্যাদি—নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল; তখন ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার দেহও শ্রীগৌরাঙ্গের দেহের ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মুখে তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে প্রভুর শক্তি প্রকটিত হইয়াছিল; ইহার বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৫৬-৫৭। এক্ষণে আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন। যাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী, কিন্তু মহাপ্রভু যাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ, তাঁহার সাক্ষাতে শিবানন্দসেনের গৃহে একবার মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল; নৃসিংহানন্দই তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর কেহ দেখেন নাই—শিবানন্দও না। অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। **তাঁহাতে**—তাঁহার (নৃসিংহানন্দের) সাক্ষাতে।

৫৮। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিন রূপের কৃপাই ভাগ্যবান্ শিবানন্দ লাভ করিয়াছেন। নবদ্বীপে, নীলাচলে ও অন্যান্য স্থানে তিনি মহাপ্রভুর প্রকটরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শুনিয়াছেন। নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে যখন মহাপ্রভুর আবেশ হয়, তখনও শিবানন্দ—বস্তুতঃই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, পরীক্ষাদ্বারা তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার পরে—তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছেন। একবৎসর পৌষমাসে নৃসিংহানন্দ শিবানন্দসেনের গৃহেই বিবিধ উপচারে প্রভুর ভোগ লাগাইলেন; প্রভু তখন নীলাচলে; কিন্তু নৃসিংহানন্দ দেখিলেন, প্রভু আসিয়া (আবির্ভাবে) ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। এই ব্যাপার যে সত্য,—নৃসিংহানন্দের চক্ষের ধাঁধাঁ নহে—পরের বৎসর স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শুনিয়াই শিবানন্দসেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এসব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৬০। **কর্ণপুর**—ইঁহার নাম পরমানন্দ-দাস। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর কর্ণ পূর্ণ (তৃপ্ত) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কর্ণপুর হইয়াছে। পুরীতে (শ্রীক্ষেত্রে) ইনি মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার আর এক নাম পুরীদাস। আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। **ভক্তশূর**—প্রধান ভক্ত।

৬৩-৬৪। **আখরিয়া**—পুস্তক-লেখক; যিনি অন্য পুঁথি দেখিয়া পুঁথি নকল করেন।

খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস ।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৫
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল ।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৬৬
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্-পণ্ডিত ।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥ ৬৭
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয় ।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৬৮
এই-তুই-ঘরে প্রভু একাদশীদিনে ।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥ ৬৯
প্রভুর পঢ়ুয়া তুই—পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য তুই মহাশয় ॥ ৭০
বনমালি-পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে ।
সোণার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭১
শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান ।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান ॥ ৭২
গরুড়পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল ।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৩
গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস ।
'অক্রূর' বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস ॥ ৭৪
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে ।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৫
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন ।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৬
এইসব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম ।
প্রেমফল-ফুল করে যাহাঁতাহাঁ দান ॥ ৭৭
কুলীনগ্রামবাসী—সত্যরাজ, রামানন্দ ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৭৮
বাণীনাথবসু আদি যত গ্রামী জন ।
সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন ॥ ৭৯
প্রভু কহে—কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর ।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন বহু দূর ॥ ৮০
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায় ।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায় ॥ ৮১
অনুপম বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন ।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

৬৫-৬৬। **খোলাবেচা**—কলাগাছের খোলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া ভক্ত শ্রীধরের নাম খোলাবেচা হইয়াছে। **পরিহাস**—রঙ্গ, তামাসা। **ফুটা**—ভাঙ্গা, ছিদ্রযুক্ত। একদিন কীর্ত্তন লইয়া প্রভু যখন শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীধরের উঠানে একটা ভাঙ্গা লোহার ঘটী পড়িয়াছিল, প্রভু সেই ঘটীতে করিয়াই জল খাইয়াছিলেন। শ্রীধর যে নিতান্ত দরিদ্র এবং প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীধরের দোকানে থোড়-মোচা কিনিতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে প্রভু অনেক রঙ্গ-রহস্য, অনেক প্রেমকোন্দল করিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৬৯। প্রভুর বাল্যকালে হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিত এক একাদশী দিনে বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ঐ নৈবেদ্য ভোজন করার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হিরণ্য ও জগদীশ তাহা জানিতে পারিয়া সমস্ত নৈবেদ্যোপহার আনিয়া প্রভুকে খাওয়াইলেন; (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়)।

৭১। একদিন মহাপ্রভু যখন শ্রীবলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন বনমালী পণ্ডিত তাঁহার হাতে সোনার মূষল ও হল (লাঙ্গল) দেখিয়াছিলেন।

৮২। **অনুপম বল্লভ**—ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের ভাই, শ্রীজীব-গোস্বামীর পিতা। ইঁহার নাম শ্রীবল্লভ; গৌড়েশ্বর ইঁহাকে অনুপম-মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। এই পয়ারে অনুপম হইল উপাধি। আর বল্লভ হইল তাঁহার নাম। কোনও কোনও গ্রন্থে "অনুপম মল্লিক" পাঠান্তর আছে।

তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা।
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৩
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাঢ়িল।
বাঢ়িয়া পশ্চিমদিশা সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৪
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৫
দুইশাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৬
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥ ৮৭
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তিসেবার প্রচার ॥ ৮৮
মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস।
সর্ব্বত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৮৯
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯০
ষোড়শ-বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯১
বৃন্দাবনে দুইভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯২
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ ৯৩
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৪
মহাপ্রভুর লীলা যত—বাহির অন্তর।
দুইভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৫
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৩-৮৪। **অনুপম**—শ্রীবল্লভ। **জীব**—শ্রীজীবগোস্বামী। **রাজেন্দ্র**—কেহ কেহ বলেন, ইনি শ্রীসনাতন-গোস্বামীর পুত্র; কিন্তু শ্রীসনাতন-গোস্বামীর কোনও পুত্র ছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় না। **দুই শাখা**—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শাখা।

৮৫। **আ-সিন্ধু নদীতীর**—পাঞ্জাবের সিন্ধুনদীর তীর পর্য্যন্ত।

৮৭। **মূঢ়**—ভক্তি-বিষয়ে অজ্ঞ। **অনাচার**—সদাচার-বিহীন। **দোঁহে**—শ্রীরূপ-সনাতন।

৮৮। **লুপ্ততীর্থের উদ্ধার**—শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত মিলাইয়া তাঁহারা মথুরার লুপ্ততীর্থ-সমূহের পুনরুদ্ধার (প্রকট) করিলেন। **শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার**—শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামী শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহের সেবা প্রচার করিয়াছিলেন।

৮৯-৯২। **সর্ব্বত্যাগি**—বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া। **স্বরূপের হাতে**—স্বরূপ-দামোদরের হাতে। **গুপ্তসেবা**—সাধারণের অগোচরে রাত্রিকালে পাদ-সম্বাহনাদি সেবা; রাত্রিকালে করিতেন বলিয়া এই সেবা কেহ দেখিত না, তাই "গুপ্তসেবা" বলা হইয়াছে। **অন্তরঙ্গ-সেবন**—লীলাবেশে প্রভু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলে সেই সময় তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ। । **দুই ভাইর**—শ্রীরূপ-সনাতনের। **ভৃগুপাত**—পর্ব্বতের উপর হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পড়িয়া প্রাণত্যাগ করাকে ভৃগুপাত বলে। নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরে রঘুনাথদাস-গোস্বামী শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি স্বরূপদামোদরের সঙ্গগুণে কোনও রকমে জীবন ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে স্বরূপদামোদরও যখন অন্তর্ধান হইলেন, তখন তিনি আর প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; তিনি সঙ্কল্প করিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন করিয়া তারপরে গোবর্দ্ধন হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন।

৯৫-৯৬। **বাহির অন্তর**—সাধারণের সহিত শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি কি ইষ্টগোষ্ঠি প্রভৃতি প্রভুর বাহিরের লীলা। আর ব্রজলীলার আবেশে প্রলাপাদি তাঁহার অন্তরের লীলা। **পল**—আট তোলায় এক পল। দাস-গোস্বামী দুই-তিন-পল (তিন চারি ছটাক) মাঠা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন, আর কিছু খাইতেন না।

সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষনাম।
দুইসহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৭
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ ৯৮
তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ৯৯
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা—সেহো নহে কোনদিনে ॥১০০
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১০১
ইহ সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০২
শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৩
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র—উপশাখায় লেখা ॥ ১০৪
শ্রীনাথপণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৫
জগন্নাথ-আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৬
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কির্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৭
শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্ ॥ ১০৮
সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন।
মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥ ১০৯
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর-বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১০
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১১
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১২
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥ ১১৩
রামদাস-অভিরাম—সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ হাথে লৈয়া কৈলা বাঁশী ॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৭। শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রত্যহ এক লক্ষ হরিনাম করিতেন, শ্রীভগবান্‌কে এক সহস্র বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন এবং দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন।

৯৯। **অপতিত স্নান**—যে স্নানের নিয়ম একদিনও ভঙ্গ হয় নাই।

১০০। **সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর**—সাড়ে সাত প্রহর। দিবারাত্রিতে আট প্রহরের মধ্যে দাসগোস্বামী সাড়ে সাত প্রহরই ভজন করিতেন; মাত্র চারি দণ্ড নিদ্রা যাইতেন—তাহাও সকল দিন নহে, যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকিতেন, সেই দিন ঐ চারি দণ্ডও আবেশে কাটিত, ঘুম আর সেই দিন হইত না।

১০১-১০২। **সেই রঘুনাথ** ইত্যাদি—শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামী শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর রাগানুগাভজনের শিক্ষাগুরু বলিয়া তাঁহাকে তিনি প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। **ইহা সভার**—শ্রীরূপাদির। **প্রভুর মিলন**—প্রভুর সহিত মিলন। **আগে**—পরে; মধ্যলীলায়।

১০৬। **গঙ্গাবাস**—গঙ্গাতীরে বাস।

১১০। **গালিম**—বহুবক্তা; যিনি অনেক বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাকে গালিম বলে। শ্রীগালিম জগন্নাথদাস—বহুবক্তা শ্রীজগন্নাথ দাস।

১১৩। কৃষ্ণদাস বৈদ্য হইতে "বাসুদেব তিন ভাই" পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম করা হইয়াছে, তাঁহাদের কীর্ত্তনে প্রভু অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন এবং তজ্জন্য তিনি নৃত্য করিতেন।

১১৪। রামদাসের অপর নাম অভিরাম; তাঁহার ছিল সখ্যভাব। **সাঙ্গ** বা সাঙ্গ্য—এক খণ্ড কাঠের মধ্যস্থলে

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা॥ ১১৫
রামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥ ১১৬
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥ ১১৭
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই।
পতিতপাবন-গুণের সাক্ষী দুই ভাই॥ ১১৮
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপকথন।
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত—না যায় কথন॥ ১১৯
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে।
দুইস্থানে প্রভু সেবা কৈল নানারঙ্গে॥ ১২০
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে-যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে তা সভার কিছু করিয়ে কথন॥ ১২১
নীলাচলে প্রভু-সঙ্গে যত ভক্তগণ।
সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন—॥ ১২২
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপদামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥ ১২৩
দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথবৈদ্য আর রঘুনাথদাস॥ ১২৪
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥ ১২৫
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥ ১২৬
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন॥ ১২৭
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য॥ ১২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও ভারী বস্তু বাঁধিয়া দুইজনে দুই পার্শ্বে ধরিয়া লইয়া গেলে ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে সাঙ্গ বা সাঙ্গ্য বলে। এই পয়ারে, সাঙ্গ বলিতে—যে কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে দুইজন লোকের দরকার হয়, এরূপ একখণ্ড কাষ্ঠকে বুঝায়। **ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ**—ষোল খানা সাঙ্গের সমান যে কাষ্ঠ, তাহাকে ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ বলে; অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার, সেইরূপ একখণ্ড কাষ্ঠকে ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ বলে। অভিরাম দাস এরূপ এক খণ্ড কাষ্ঠ অনায়াসে হাতে তুলিয়া লইয়া বাঁশীর ন্যায় মুখের সাক্ষাতে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন। ইনি ছিলেন ব্রজলীলার শ্রীদাম-সখা। "পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১২৬॥"

১১৫-১৬। রামদাস, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ এই তিন জন শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হইলেও তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নীলাচল হইতে গৌড়ে আসেন। সুতরাং ইঁহারা মহাপ্রভুর গণ হইলেও তাঁহারই আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দের গণে ভুক্ত হয়েন। এই তিন জন ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে আসিয়াছেন।

১১৮। মহাপ্রভু যে পতিত-পাবন, তাহার সাক্ষী জগাই ও মাধাই এই দুই ভাই।

১১৯-২০। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভক্তের নাম বলা হইল, তাঁহারা সকলেই গৌড়দেশবাসী। ইঁহারা পূর্ব্বে গৌড়ে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছেন এবং সন্ন্যাসের পরে নীলাচলেও প্রভুর সেবা করিতেন। **দুই স্থানে**—গৌড়ে ও নীলাচলে।

১২২-১২৬। পরমানন্দপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুনাথ দাস পর্য্যন্ত যে সমস্ত গৌড়বাসী ভক্তের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বদা নীলাচলে থাকিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। বাসুদেবাদি অন্য যে সমস্ত গৌড়দেশবাসী ভক্তের নাম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসরে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সেবা করিতেন, সর্ব্বদা নীলাচলে থাকিতেন না। **প্রত্যব্দ**—প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে।

১২৭। যাঁহারা নীলাচলেই সর্ব্বপ্রথমে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, প্রভুর নীলাচলে আসার পূর্ব্বে যাঁহাদের সঙ্গে মিলন হয় নাই, এক্ষণে তাঁহাদের নাম করিতেছেন।

কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥ ১২৯
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন—।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥ ১৩০
রামানন্দরায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥ ১৩১
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দসহ মোর দেহভেদমাত্র॥ ১৩২
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥ ১৩৩
ভগবান্-আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারিমাহিতী ॥ ১৩৪
মাধবীদেবী—শিখিমাহিতীর ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যার নাম গণি ॥ ১৩৫
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৬
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া॥ ১৩৭
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১৩৮
অঙ্গসেবা শ্রীগোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর ॥ ১৩৯
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্যগহনে।
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥ ১৪০
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪১
বাইশ-ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪২
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণগমন ॥ ১৪৩
বলভদ্রভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী।
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৪
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৫
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর ॥ ১৪৬
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৭
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৪৮
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৯। **যাঁহার মিলনে**—যে ভবানন্দের সঙ্গে মিলনে।

১৩০। **তুমি পাণ্ডু**—রায় ভবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

১৩৩। **ওড্র**—ওড্রদেশবাসী বা উড়িষ্যাবাসী।

১৩৭। **তাঁর সিদ্ধিকালে**—শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর দেহত্যাগ-সময়ে। **দোঁহে**—কাশীশ্বর ও গোবিন্দ।

১৩৮। **তাঁর আজ্ঞা**—ঈশ্বর-পুরীর আদেশ। নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের সেবা করার নিমিত্ত শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরী কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন; এই আজ্ঞা-পালনের নিমিত্তই প্রভু এই দুই জনের সেবা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; নচেৎ তিনি তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেন না—কারণ, লৌকিক-লীলায় তাঁহারা প্রভুর গুরু-ভাই, সতীর্থ।

১৪০। **অপরশ**—অপর কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া। **কাশী বলবানে**—বলবান্ কাশীশ্বর।

১৪২। **বাইশ ঘড়া**—বাইশ কলস। প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত রামাই প্রত্যহ বাইশ কলস জল আনিতেন। আর গোবিন্দ যখন যে আদেশ করিতেন, তদনুসারে নন্দাই প্রভুর সেবা করিতেন।

বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন—
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫০
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন। ১৫১
চন্দ্রশেখর-ঘরে কৈল দুইমাস বাস।
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুইমাস ॥ ১৫২
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদ সংবাহন ॥ ১৫৩
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোনদিনে ॥ ১৫৪
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৫
তাঁর স্থানে রূপগোসাঞি— শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৬

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি—সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৭
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য—তার উপডাল ॥ ১৫৮
সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৫৯
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬০
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত ॥ ১৬১
শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-
শাখাবর্ণনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫০। পূর্ব্বে ৭ম পরিচ্ছেদে ৪৫ পয়ারের চন্দ্রশেখরকে শূদ্র বলা হইয়াছে; এস্থলে কিন্তু তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইল।

১৫১। **মিশ্রের নন্দন**—তপন মিশ্রের পুত্র, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।

১৫৩-৫৪। **রঘুনাথ**—তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। **ভিক্ষা দেন**—কোনও কোনও দিন রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভুকে আহার করাইতেন।

১৫৭। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর ভক্ত হইলেও পার্ষদ ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় এস্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই।